দৈনিক সংবাদ

85

তারিখ ... 0 2 APR 1990
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭ ...

ঢাঃ বিঃ শিক্ষক সমিতির তলবী সভা

উপাচার্য মনিরুজ্জামান মিঞার নিয়োগ প্রত্যাহার দাবী

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি আগামী ৭ই এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আগেই উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞার নিয়োগ প্রত্যাহার করে বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩ যথাযথভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে উপাচার্যের দাপ্তরিক দায়িত্ব চালিয়ে নেবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছে।

গতকাল রোববার শিক্ষক

৭-এর পাতায় দেখুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পাতার পর)

সমিতির এক তলবী সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে এই দাবী জানানো হয়।

সমিতির ৫৪ জন শিক্ষকের আহ্বানে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রায় দেড়শ' শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

সমিতির সভাপতি ও সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে কার্যকরী পরিষদের সদস্য অধ্যাপক আবদুল জব্বার মিঞার সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে আরো বলা হয়, অধ্যাপক আবদুল মান্নান পদত্যাগ করায় উপাচার্য পদে যে সাময়িক শূন্যতার সৃষ্টি হয় সেখানে উপাচার্যের কাজ চালিয়ে নেয়ার জন্য বাবস্থা গ্রহণ করতে গিয়ে অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞাকে সরাসরি নিয়মিত উপাচার্য নিয়োগ করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩-এর ১১নং ধারা লংঘিত হয়েছে।

সভায় ডঃ মসিহুজ্জামান, অধ্যাপক কে, এ, এম সা'দ উদ্দিন, ডঃ এ, কে আজাদ চৌধুরী, এ, কে রায়, ডঃ রঙ্গলাল সেন, এরশাদুল বারী, অধ্যাপক আবদুল মোমিন চৌধুরী, সৈয়দ আহম্মেদ প্রমুখ শিক্ষক বক্তব্য রাখেন।

অধ্যাপক মসিহুজ্জামান বলেন, সরাসরি উপাচার্য নিয়োগ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩ লংঘন করা হয়েছে। বর্তমান উপাচার্যের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে মনে হয় তিনি সচেতনভাবেই সরকারের ইচ্ছার বাস্তবায়ন করেছেন।

অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী বলেন, বিভিন্ন ঘটনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় বর্তমান উপাচার্যের সাথে সরকারী মহলের ঘনিষ্ট যোগাযোগ রয়েছে। তিনি সরাসরি উপাচার্য হিসেবে অবৈধ নিয়োগকে মেনে নেয়ায় অধ্যাপক মনিরুজ্জামানের নিন্দা করেন।

অধ্যাপক সা'দ উদ্দিন বলেন, পরিকল্পিতভাবে সিনেট অকার্যকর করে রেখে একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন লংঘনের চক্রান্ত চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় উপাচার্যের বক্তব্য এটাই ইঙ্গিত দেয় যে, তিনি সরকারের নীল নকশার বাস্তবায়ন সমর্থন করেন।

এরশাদুল বারী বলেন, বর্তমান উপাচার্যের নিয়োগ অস্থায়ী। নিয়োগপত্রে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত কথাটার অর্থই নিয়োগটি অস্থায়ী। এখানে ভারপ্রাপ্ত কথাটি লিখতেই হবে এমন কোন কথা নেই।

তিনি উপাচার্যের নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টির চেয়ে সিনেট বসানোর পদক্ষেপ গ্রহণকেই বেশী জরুরী বলে উল্লেখ করেন।

সভায় ইতিপূর্বে ৫৪ জন শিক্ষকের তলবী সভা আহ্বানের আবেদন শিক্ষক সমিতির কার্যকরী পরিষদ নাকচ করে দেয়ার নিন্দা জানানো হয়।